সমাপিকা
এসোসিয়েটেড পিকচার্সের নিবেদন
পরিচালনা - অগ্রদূত
কাহিনী - নিতাই ভট্টাচার্য্য
সুর - রবীন চট্টোপাধ্যায়
BANERJI STUDIO
পরিবেশক - প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

— এসোসিয়েটেড পিকচার্সের নিবেদন —

সমাপিকা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**অগ্রদূত**
কথা ও কাহিনী—**নিতাই ভট্টাচার্য্য**
গীতিকার—**শৈলেন রায়**
সুরশিল্পী—**রবীন চট্টোপাধ্যায়**
চিত্রশিল্পী—বিভূতি লাহা
শব্দযন্ত্রী—যতীন দত্ত
সম্পাদক—সন্তোষ গাঙ্গুলী
রাসায়নিক—শৈলেন ঘোষাল
কর্ম্ম-সচিব—বিমল ঘোষ
শিল্পনির্দ্দেশক—সত্যেন রায়চৌধুরী
কারুশিল্পী—গুপী সেন
ব্যবস্থাপক—অমর ঘোষ

— সহকারী —

পরিচালনায়—সরোজ দে, পার্ব্বতী দে
চিত্রশিল্পে—বিজয় ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রাম সিং
শব্দযন্ত্রে—তরণী রায়, অনিল তালুকদার
সম্পাদনায়—প্রণব মুখোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশনায়—গৌর পোদ্দার
সঙ্গীতে—উমাপতি শীল
ব্যবস্থাপনায়—সুবোধ পাল, বীরেন হালদার
রূপসজ্জা—বসির, মুন্সী, রমেশ

স্থির চিত্র—ষ্টীল ফটো সার্ভিস
আবহ সঙ্গীত—ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

ফিল্ম সার্ভিসেস লেবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত

— শ্রেষ্ঠাংশে —

সুনন্দা দেবী, জহর গাঙ্গুলী

অন্যান্য চরিত্রে ঃ

কমল মিত্র, তুলসী চক্রবর্ত্তী, বিপিন গুপ্ত, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, কালী সরকার, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, ফণি বিদ্যাবিনোদ, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরু মল্লিক, ৺প্রফুল্ল দাস, আদিত্য, নকুল, কালু, বসন্ত, আদল, কার্ত্তিক, সমর, জীতেন, প্রমথ এবং আরও অনেকে
সুপ্রভা মুখার্জ্জী, রেণুকা রায়, নমিতা চ্যাটার্জ্জী, লীলাবতী, শিবানী, ঊষা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

দে'স মেডিক্যাল ষ্টোর্স, কে, আর লিঙ্ক এণ্ড কোং, এম, পি প্রোডাকসন্স, ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, যুগান্তর লিমিটেড।

কাহিনী

প্রোফেসর যোগেশ ব্যানার্জ্জী অধ্যাপণা ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন যাবৎ কলিয়ারী অঞ্চলে তাঁর বসতবাড়ীতে এসে রয়েছেন। তাঁর একটি মাত্র মেয়ে অজিতা এইখানকার ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। স্থানীয় গরীব অসহায় কুলি মজুরদের মধ্যে অজিতা হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিতরণ করে। তাদের সে দিদিমণি। অধ্যাপক তাঁর প্রচুর অবসরের মাঝখানে চুপ করে বসে থাকেননি—'শোষণ ও সমৃদ্ধি' নামে একটি পুস্তক রচনা করেছেন, এই পুস্তকটি প্রকাশ করা সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য তিনি কলিকাতা থেকে তাঁর পরমবন্ধু নিবারণবাবুকে আসতে লিখেছেন। আজ নিবারণবাবু আসছেন। স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভাউপলক্ষে বিশিষ্ট নেতা রাধামাধববাবু এবং তাঁর পুত্র সুশোভনেরও আজ এখানে আসবার কথা আছে। অজিতা তার কাকাবাবু অর্থাৎ নিবারণবাবুকে ষ্টেশন থেকে আনবার জন্যে ষ্টেশন-গেটে এসে একটি ব্যাপারে আটকে গেল।

কলিকাতা হ'তে আগত ট্রেণ ইতিমধ্যে ষ্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে, অনেকগুলি লগেজ, ও আর এক হাতে একটি ছাতা নিয়ে একটি ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে পড়েছেন। টিকিট-চেকার তাঁর কাছে টিকিট চাইতেই তিনি বিব্রত ভাবে কোন দিকে বিশেষ

ভাবে লক্ষ্য না ক'রে তাঁর হাতের ছাতাটি পাশের মানুষটির হাতে দিয়ে বললেন, একটু ধরুন ত। তারপর ব্যস্ত ভাবে টিকিট খুঁজতে লাগলেন। টিকিট-চেকারের নজরে পড়ল টিকিটটি তাঁর হাতঘড়ির ব্যাণ্ডে আটকানো আছে। টিকিট দিয়ে তিনি ব্যাগের বোঝা সমেত চলে যাচ্ছিলেন, ছাতার কথা তাঁর মনে ছিল না। অজিতা তাঁকে ছাতাটি দিল। এমন আশ্চর্য্য আত্ম-ভোলা লোক অজিতা জীবনে বিশেষ দেখেনি।

ষ্টেশনে লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালায়ের ডাক্তার মহেশ রায় রাধামাধববাবুর পুত্র সুশোভনকে সম্বর্দ্ধনা করছিলেন। রাধামাধববাবু পরের ট্রেণে এসে পৌঁছবেন। নিবারণবাবু এঁদের কাছে প্রোফেসর যোগেশ ব্যানার্জ্জীর বাড়ীর সন্ধান জানতে চাইছিলেন এমন সময় অজিতা এসে সেখানে পৌঁছল। অজিতার সঙ্গে সুশোভনের পরিচয় হল।

স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার মহেশ রায়কে কোন রোগী বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলে তিনি নির্ম্মমভাবে এমন একটা অর্থের অঙ্ক চেয়ে বসেন যে কলিয়ারী অঞ্চলের গরীব দুঃখাদের সে অর্থ দেওয়ার সামর্থ্য থাকে না। দাতব্য চিকিৎসালয়ের কম্পাউণ্ডার তাদের পরামর্শ দেয় কলিয়ারীর নবাগত শিবু ডাক্তারের কাছে যেতে।

ডাঃ মহেশ রায় প্রত্যাখ্যাত এই সব হতভাগ্যদের মধ্যে ছিল শিউশরণ, যার মেয়ের সন্তান প্রসবকালীন প্রসব আটকে যায়। মহেশ রায় শিউশরণকে বলে

এর চিকিৎসা এখানে সম্ভব নয় এবং তাঁকে যদি দেখতে যেতে হয় তাহলে অন্ততঃ পক্ষে দু'শ টাকা দিতে হবে। শিউশরণ কোথায় পাবে এত টাকা? দাতব্য চিকিৎসালয়ের কম্পাউণ্ডারের পরামর্শে সে ছুটল কলিয়ারীর শিবু ডাক্তারের কাছে।

শিবু ডাক্তার তখন অনেকগুলি রুগী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এখনও তিনি স্নান আহার করবার অবসর পাননি। গজ গজ করছেন মুখে, তোদের সব বিষ ইন্‌জেকশন করে মেরে ফেলতে হয়। এমন সময়ে শিউশরণ ব্যস্ত-ব্যাকুল ভাবে সেখানে এল, শিবু ডাক্তার বললে, তাঁকে সাহায্য করবার জন্য একজন শক্তসমর্থ লোকের প্রয়োজন হবে। শিউশরণ বললে, তাদের দিদিমণি খুব শক্তসমর্থ আছে। তাঁকেই সে নিয়ে যাবে

দিদিমণি তখন স্কুলের পুরস্কার বিতরনী সভায় গান গাইছিলেন। শিউশরণ স্কুলের সামনে দিয়ে যেতে যেতে তার দিদিমণিকে চিনিয়ে দিলে। চমৎকার গান করেন দিদিমণি অর্থাৎ অজিতা। সুশোভন অজিতার প্রশংসায় উচ্ছসিত হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে অজিতা যখন শিবু ডাক্তারকে সাহায্য করতে এল তখন ডাক্তার শ্লেষ করে বললেন, শুনেছি আপনার সেবা করবার সখ আছে কিন্তু গান গেয়ে বেড়ালে পৃথিবীর কারও উন্নতি হয় কি, তার চেয়ে নার্সিং শেখেন না কেন?

অজিতাও জানতে পারল কলিয়ারীর শিবু ডাক্তারের সিজারিয়ান অপারেশন করার যোগ্যতা আছে। কথায় কথায় জানতে পারল, শিবু ডাক্তারকে কি যেন কারণে কিছুদিন আন্দামানে থাকতে হয়েছিল।

শিউশরণের ওখান থেকে ফিরে এসে বাড়ীতে অন্তরাল হ'তে অজিতা শুনতে পেল তার বাবা মহেশবাবু, নিবারণবাবু ও সুশোভনের কাছে বলছেন, কিছুদিন আগে অজিতার সঙ্গে একটি মেধাবী ডাক্তার ছাত্রের সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক হয়ে যায়। অজিতা অধ্যাপক যোগেশবাবুর মেয়ে এবং খুব সুন্দর গান গায় শুধু এইটুকু জেনেই ছেলেটি অজিতাকে বিয়ে করতে স্বীকৃত হয়েছিল। তারপর কি এক রাজনৈতিক কারণে ছেলেটী আন্দামানে নির্ব্বাসিত হয়। এরপর অজিতার

বিবাহের আর কোন কথাবার্ত্তা ওঠেনি। অজিতা নার্সিং শেখবার জন্যে বাবার কাছে অনুমতি চাইল। যোগেশবাবু সানন্দে অনুমতি দিলেন। মহেশ রায় কলিকাতায় অজিতার নার্সিং শেখবার সব বন্দোবস্ত ঠিক করে দেবেন বললেন।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অজিতা তাদের বাড়ীর বাইরে এসে দেখল শিবু ডাক্তার বাড়ীর গেটে তার বাবার নামের ফলকের দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শিবু ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল, এই বাড়ী কি অধ্যাপক যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং আপনি কি তাঁর মেয়ে অপরাজিতা? অজিতা চমকে উঠল, কে এই আন্দামান ফেরৎ মেধাবী ডাক্তার—সে কি শুধু এখানকার অসহায় কুলি মজুরদের শিবু ডাক্তার! আজ সারাদিনে তার জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটছে, যেন মনে হয় কোন রহস্যময় জীবনের আহ্বান অকস্মাৎ তাঁকে অজানার সন্ধানে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে।

অজিতা কলিকাতায় গিয়ে নার্সিং শিখতে সুরু করল এবং রাধামাধব বাবুদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁদের বাড়ীতে গানের টিউশনী নিল। বহু প্রকাশকের কাছে ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে অবশেষে অজিতার চেষ্টায় সুশোভন যোগেশবাবুর 'শোষণ ও সমৃদ্ধি' পুস্তক প্রকাশের ভার নিল।

একদিন হয়তো অজিতা ও শিবু ডাক্তারের কাছে গোপন রইল না যে তারাই কিছুদিন পূর্ব্বে পরস্পরের সঙ্গে মিলনসূত্রে আবদ্ধ হ'তে চলেছিল। কিন্তু জীবননাটকের প্রখর গতিবেগ আজ তাদের কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে কে জানে! শিবু ডাক্তার নিজের জীবন তুচ্ছ করে জন সেবার কাজে নিজেকে দিয়েছে বিলিয়ে। আর একদিকে অজিতা দাঁড়িয়েছে মহেশ ডাক্তারের বিপক্ষে—দেশের জনগণের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের প্রতিযোগিতায়। হৃদয়ের অকথিত আকাঙ্খা সেই কলরবের মাঝখানে ভাষা খুঁজে পায়নি। যেদিন সত্য করে চাওয়া ও পাওয়ার দাবী প্রতিধ্বনিত হ'ল দু'টি মনে সেদিন নিয়তি সৃষ্টি করল মর্ম্মান্তিক এক নূতন নাটক—রূপালী পর্দ্দায় সেই বিচিত্র উন্মাদনাময় কাহিনী বেদনার দীর্ঘশ্বাসে ও অশ্রুজলে শিহরিত হয়ে উঠেছে।

সঙ্গীত

অজিতার গান

মানুষের মনে ভোর হ'ল আজ
অরুণ গগণ তল
আলোকের শিশু ছুটে এসে বলে
আলোক-তীর্থে চল
ঐ নূতন যুগের সূর্য্য
তোর নয়নে নয়নে জ্বালা
বাজে পরাণে আশার তূর্য্য
আর কণ্ঠে বিজয় মালা
চির যৌবন জাগেরে জাগে চির চঞ্চল।
মোরা স্বপ্ন দেখিযে আজ ঐ সুন্দর হল ধরা
আর মানুষের প্রেমে আজ মানুষের বুক ভরা।
ওরে সবার লাগিয়া প্রাণরে
আর সবার লাগিয়া গান
তাই জীবনেরে ভাল বাসিয়া
মোরা জীবন করিব দান
মোরা দুঃখের কাঁটা ভোলায়ে
ফোটাব কমলদল।

অজিতার গান

আঁধার ভাঙ্গা আলোর গানে কে—জাগে
সূর্য্য ওঠার স্বপ্ন নিয়ে কে—জাগে
আমরা জাগি নতুন যুগের ভোর হোল
ভুবন জোড়া বন্দীশালার দোর খোল
কুঁড়ির বুকে ফুল জাগে আর পাখীদের
গান জাগে
মনে মনে তাইতো খুশীর ঢেউ লাগে
কে জাগে—কে জাগে ?
পাহাড় ভেঙ্গে ঝর্ণা বলে আমি জাগি
চলার পথে আমায় তুমি নাও ডাকি
বনের মাঝে বাতাস আজি এলো-মেলো
(বলে) বুকের পাগল সেকি আমার
ছাড়া পেলো
রাম ধনুকের রঙ জাগে আর মানুষের
মন জাগে
হঠাৎ আলোর চমক লেগে ঘুম ভাঙ্গে !!

অজিতার গান

প্রতিমা গড়িয়া দেবতা চেয়েছি
গড়িয়াছি তার দেবালয়
দেবতা কহিল অন্ধ পূজারী
আমি নয় ওযে আমি নয়
সত্য যেথায় সুন্দর সম রাজে
মুক্তি-মন্ত্র নিয়ত যেথায় বাজে
অহঙ্কারের মণিহার যেথা
অনুতাপে ধূলি হয়
সেখানে বিরাজে পরশ আমার
প্রেম-অমৃত-ময়
শক্তি যেথায় মুক্তির লাগি
করেনা আত্মদান
দেবতা কহিল সেখানে আমার
দুঃসহ অপমান
সাম্য যেথায় শান্তির গান করে
মানুষের ব্যথা মানুষ যেখানে হরে
প্রেমের স্বপ্নে যেথা স্বার্থের শৃঙ্খল ধূলি হয়
মন্দিরে নয় আসন আমার
নিতুয় সেখানে রয়।

অজিতার গান

আমারে লয়ে যে কী খেলা খেলিছ
প্রতিটি পিয়াসী ক্ষণ
হে গোপন—তুমি মোর অশ্রু-জলের ধন।
আজিকে শ্রাবণ কাঁদে
গহন রিক্ত রাতে
সুরের অতীত কোন সুরে বাজে
তোমার বীণার আলাপন।
জানি তব প্রেম অসীম ক্ষমায়
আমারে ক্ষমে
চিত্ত আমার তোমারে যে প্রণমে
বাঁধিয়া অলখ ডোরে
কেন রাখ দূরে মোরে
কেন তোমার প্রাণের বিরহে জাগাও
আমার প্রাণের আলোড়ন।

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ-এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি-এস-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। [৵৹ আনা

...রী মুখোপাধ্যায়
...ত মুখোপাধ্যায়

ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের
আগামী বাঙলা চিত্র

???

শ্রীমতী
কানন দেবীর
নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের নিবেদন
শ্রীমতী পিকচার্সের

অনন্যা

শ্রেষ্ঠাংশে: কানন দেবী
অনুভা, রেবা, রুনু, বিজলী, পূর্ণেন্দু,
বিকাশ রায়, কমল মিত্র, বিপিন গুপ্ত,
পরিচালনা: সব্যসাচী
কাহিনী: কল্যাণী মুখোপাধ্যায়
সুরশিল্পী: উমাপতি শীল

এস্, বি
প্রোডাকসন্সের
শ্রীমতী সুনন্দা দেবী প্রযোজিত

সিংহদ্বার

পরিচালনা: নীরেন লাহিড়ী
কাহিনী: নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সুরশিল্পী: রবীন চট্টোঃ
ভূমিকায়: সুনন্দা দেবী
অলকা, ছবি, জহর, রবীন মজুমদার, অসীমকুমার,
মনোরঞ্জন, শ্যাম লাহা

একমাত্র পরিবেশক—প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিমিটেড
রূপবাণী বিল্ডিংস: ৭৬।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা